যায়যায়দিন

MAR 2008

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

এস এস সি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী/স্লোগান

পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। জাতিকে বিপর্যস্ত করে।
পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।
নকল প্রতিরোধ করুন।
নকল করে ডিগ্রী নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করবেন না, হতাশ হবেন না।
নকল করে পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আসে না।
নকল করে ডিগ্রী নিলে কর্মক্ষেত্রে কুৎসা মিলে।
নকল মোরা করব না আর অপমানিত হবো না।
পরীক্ষাতে করলে নকল, ধ্বংস হবে শিক্ষা সকল।

পরীক্ষার্থীদের প্রতি

নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবনে ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

★

পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

★

নকল করে পরীক্ষা পাসের দুর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় এবং এ জন্য কর্মজীবনে পদে পদে লজ্জিত ও বিব্রত হতে হয়।

★

ভুয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে চাকুরী বা ব্যবসায় প্রতিটি স্তরে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং এ গ্লানি সারা জীবন তাড়া করবে।

শিক্ষকদের প্রতি

পরিদর্শক হিসেবে নকলে সহায়তা প্রদান

ক) বহিষ্কৃত হতে পারেন।
খ) বেতন-ভাতাদি বন্ধ হতে পারে।
গ) চাকুরীচ্যুত হতে পারেন।

★

এর ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক
হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে প
কর্মজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

★

শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভি
সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংক স্বরূ
ভুলের দায় যাতে শিক্ষক সমাজের উপর না
বিষয়ে সচেতন থাকুন।

নকলে সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি

পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ
ধারণাদায়ক কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদণ্ড
অথবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইস
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বো

যায়যাদি/ডিজি-১১৬৬/০৮ (৭"x৩)